মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

Contents

বিবর্তনবাদ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

বিবর্তনবাদ

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা- ১০৬

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবা : ০১৭৭০-৮০০৯০০

نظرية التطوّر

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ

জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪১ হি./মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০২০ খৃ.

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

হাদিয়া

২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Bibartonbad (Theory of Evolution) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

(المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের নিবেদন	০৫
বিবর্তনবাদ	০৭
ডারউইনের মতবাদ	০৯
বিবর্তনবাদের জওয়াব	১০
আদম সৃষ্টির কুরআনী বিবরণ	১২
নুযূলে কুরআনের যুগের ও বর্তমান যুগের নাস্তিক্যবাদ	১৩
বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি সমূহ	১৪
মেণ্ডেলের জেনেটিক্স	১৫
বিবর্তনবাদের ৬টি ভিত্তি	১৫
একটি বৈজ্ঞানিক আয়াত	১৮
ক্রোমোজম	২০
হাক্সলে (Huxley)-এর ভুল স্বীকার	২২
বিবর্তনবাদের অসারতা	২২
জীবন এল কোত্থেকে?	২৩
কোষের বিবর্তন	২৪
নিউটন ও তার বন্ধু	২৬
ফসিলতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ	২৮
একক জীবন বিধান	৩০
দো-আঁশলা বীজ	৩০
ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) তত্ত্ব	৩১
দুর্লংঘ্য ব্যবধান	৩২

Contents

বানর সদৃশ মানুষই কি আমাদের পূর্ব-পুরুষ? ৩২
ভবিষ্যতের মানুষ ৩৩
মানুষ নিজেই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী ৩৫
মানুষ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে কেন? ৩৭
হাক্সলের কৈফিয়ত ৩৭
কুরআনের পথনির্দেশ ৩৮
তিনটি বক্তব্য ৩৯
বিজ্ঞানীরা আজও দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ৪০
পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিষ্কৃত ৪০
আজও দু'টি বিষয় অনুদ্ঘাটিত ৪৩
মানুষ দুর্বলতম সৃষ্টি ৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের নিবেদন (كلمة المؤلف)

কথায় বলে 'গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল' কথাটি এদেশের ক্ষেত্রে শতভাগ প্রযোজ্য। বাংলাদেশে সম্ভবতঃ লাখে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যে নিজেকে 'বানরের বংশধর' বলে মনে করে। অথচ এরূপ একটি ফালতু বিষয়কে বিজ্ঞানের নামে স্কুল-কলেজে এমনকি ২০১৪ সাল থেকে মাদ্রাসার সিলেবাসেও ঢুকানো হয়েছে। অথচ ক্ষমতাসীনরাও এরূপ আক্বীদা পোষণ করেননা বলে জানি। তাহ'লে কারা এগুলি করছে এবং কাদের গোপন নির্দেশে সরকার জনগণের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জনগণকে নাস্তিক বানাবার এই আত্মঘাতী প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে, আমরা ভেবে পাই না।

আমাদের হাতে আল্লাহ যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন, ততটুকু দিয়ে এই তাওহীদ বিরোধী পশুত্ববাদী আক্বীদার প্রতিবাদ করে যাচ্ছি। বর্তমান লেখনী তারই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এর দ্বারা আমরা শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সতর্ক ও সজাগ করতে চাই। যেন তারা নাস্তিক হয়ে জাহান্নামী না হয়।

মূলতঃ মাওলানা আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.)-এর 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টি তত্ত্ব' (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২) বইটিকে সামনে রেখেই লেখনীর অবতারণা। আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। তিনি তাঁর বইয়ের ২য় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, বইটি আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের নিকট পাঠিয়েছি, অনেকে চেয়েও নিয়েছেন আমার কাছ থেকে, কিন্তু তাদের কারুরই কোন মন্তব্য আমার নিকট পৌঁছায়নি। তাই আমি

আজ আবার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা ও বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী'।

মাওলানার সঙ্গে আমরাও একই ঘোষণা দিচ্ছি ও চ্যালেঞ্জ করছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কলিগদের প্রতি। পারলে প্রতিবাদ করুন বিজ্ঞান দিয়ে। নইলে একে প্রকাশ্যে মিথ্যা বলুন এবং ইসলামের সত্যকে সত্য বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করুন। সরকারকে বলব, দ্রুত তওবা করুন এবং শিক্ষা সিলেবাস থেকে এসব কুফরী আক্বীদার বই ও লেখনী বাতিল করুন। নইলে আল্লাহ্র গযবকে ভয় করুন। ইতিমধ্যেই নানা ভাইরাসের গযব একটার পর একটা নাযিল হচ্ছে। অতএব দ্রুত সাবধান হৌন! আমাদের সন্তানদের 'নাস্তিক' বানানোর চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-

২৩শে জানুয়ারী ২০২০ বৃহস্পতিবার *-লেখক।*

بسم الله الرحمن الرحيم

বিবর্তনবাদ

পাশ্চাত্য বস্তুবাদের সবচেয়ে গুরুতর দিক হচ্ছে তিনটি। (১) ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২ খৃ.) বিবর্তনবাদ। যা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করে। (২) কার্লমার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) সাম্যবাদ। যা ন্যায়বিচার ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। (৩) ফ্রয়েডের (১৮৬৫-১৯৩৯) মনস্তত্ত্ববাদ বা ভোগবাদ। যা ইসলামী নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। এই তিনটির কোন একটিতে বিশ্বাস রেখে কেউ 'মুসলিম' থাকতে পারবে না। উক্ত তিনটি মতবাদের ভিত্তি হ'ল ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ'। বিবর্তনবাদ সত্য হ'লে বাকী দু'টি সত্য। আর ওটি মিথ্যা হ'লে বাকী দু'টি মিথ্যা। মার্কস ও ফ্রয়েড উভয়েই বিবর্তনবাদকে তাদের মতবাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

বিবর্তনবাদের মূল কথা হ'ল, কোটি কোটি বছর পূর্বে আবদ্ধ পানিতে অতি সরল এককোষী জীবকণা সৃষ্টি হয়েছিল। সেখান থেকে বহুকোষী জীব সৃষ্টি হ'তে কেটে গেছে কয়েক কোটি বছর। অতঃপর তারা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে ভাগ হয়ে গেছে। এভাবে জেনেটিক কোষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতেই সকল জীবের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যত্র জন্ম নেওয়া আদম-হাওয়া তত্ত্ব সন্দেহাতীতভাবে ভুল। যা ইব্রাহীমী ধর্ম সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন হ'ল, তাদের দাবী মতে পৃথিবীতে আবদ্ধ পানিতে অতি সরল এককোষী জীবকণা প্রথমে কে সৃষ্টি করেছিল? আর তার আগে পানি কে সৃষ্টি করল? প্রশ্নগুলির জবাব এসেছে কুরআনে। আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ– 'আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

এরপর এককোষী থেকে বহুকোষী কে বানাল? সেখান থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীতে কে ভাগ করল? প্রকৃতি যদি এগুলো করে থাকে, তাহ'লে সেই প্রকৃতির স্বরূপ কি? কে তাকে সৃষ্টি করল? বিজ্ঞানীদের নিকট এর কোন জবাব

Contents

নেই। জবাব দিয়েছে কুরআন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– 'আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনয়নকারী। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' *(বাক্বারাহ ২/১১৭)*।

বিবর্তনবাদের বক্তব্য হ'ল, মানুষ শুরুতে মানুষ ছিল না। বরং তারা বানর বা বানর জাতীয় পশুর বংশধর রূপে ভূপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থাৎ বানর থেকে ক্রমবিকাশ লাভ করে তারা এখন মানুষে পরিণত হয়েছে। এর জওয়াবে একটা বাচ্চা ছেলেও বলবে যে, যুগ যুগ ধরে বানর দেখে আসছি। কিন্তু কোন বানর তো কখনো মানুষ হয়নি এবং কোন মানুষ তো কখনো বানর হয়নি। তাছাড়া বানরের স্বভাব ও মানুষের স্বভাব তো এক নয়। উভয়ের জীবন প্রণালী তো এক নয়। তাহ'লে মানুষ কিভাবে বানরের উত্তরসুরী হ'ল?

কিন্তু বিবর্তনবাদীরা যেকোন মূল্যে মানুষকে পশু বানিয়েই ছাড়বেন। আর সেজন্যেই তো তাদের হাত দিয়ে বের হয়েছে পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, ফ্যাসিবাদ সহ মানবতাকে হত্যাকারী নানাবিধ নিকৃষ্ট মতবাদ। যা দিয়ে তারা পশুর মত নিষ্ঠুরতা নিয়ে সর্বত্র কেবল মানবতা বিরোধী কাজই করেন। বিশ্বের সর্বত্র তাদের হিংস্র নখর প্রসারিত। নিজেদের পশুত্বকে বৈধ করার জন্যই তারা এখন মানুষকে বানরের উত্তরসুরী বানাবার জন্য গলদঘর্ম হচ্ছেন। যদিও তা কখনই পারেননি। পারবেনও না কোনও দিন। এ ব্যাপারে তারা ডারউইনের মতবাদকে পুঁজি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যা স্রেফ একটি কল্পনা বিলাস মাত্র। আল্লাহ প্রেরিত অহি-র শাশ্বত বিধানের মোকাবিলায় যার কোনই মূল্য নেই। ইতিমধ্যেই এগুলি ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু নাস্তিক্যবাদী ধ্যান-ধারণার লোকদের অন্তর থেকে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়নি। আর এ ধরনের লোকদের অপতৎপরতার জন্যই বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিষাক্ত মতবাদের ছোবল অব্যাহত রয়েছে। আর সেকারণ এখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে গর্ব করে বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি, বরং মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে। কেননা 'আল্লাহ' বলে কিছুই নেই' *(নাঊযুবিল্লাহ)*।

ডারউইনের মতবাদ :

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের The Origin of Species বা 'প্রজাতির উৎস' বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর এবং তাঁর শিষ্য টমাস হেনরী হাক্সলে (১৮২৫-১৮৯৫) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক প্রকাশ্য সভায় বিশপ উইলবার ফোর্সকে বিতর্কে পরাস্ত করার পর তাঁর ক্রমবিকাশ মতবাদটি ব্যাপক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এরপর থেকে এ তত্ত্বটি একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে বিবেচিত হ'তে শুরু করে।[১] তাঁর ধারণা মতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী জীবনে বেঁচে থাকার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তখন 'যোগ্যতম' বেঁচে থাকে এবং অন্যেরা ধ্বংস ও লয়প্রাপ্ত হয়। বেঁচে যাওয়া সত্তা (Survivor) তার বংশধরদের মধ্যে এই সুফলদায়ক পরিবর্তন সংক্রমিত করতে সক্ষম হয়। আর এরই ফলে ক্রমবিকাশের নিয়মে নতুন জীবন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এ পদ্ধতিকেই ডারউইন Natural Selection বা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলে অভিহিত করেছেন' *(৩৮)*।

তবে এই পরিবর্তনের ফলে এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে বিবর্তিত হবে, এমনটি তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। যেমন তিনি স্বীয় পৌত্রকে লেখা এক পত্রে বলেন, 'এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যদিও এমন একটি ঘটনাও আমি প্রমাণ করতে পারবনা, তথাপি আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি'। ফলে যে সময় হ'তে ডারউইনের বিবর্তন-অনুকল্প (Hypothesis) অর্থাৎ এক প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে রূপান্তর মতবাদকে একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তখন থেকেই এটি অন্যান্য বিজ্ঞানীদের নিকট সমালোচনার বিষয় হয়ে রয়েছে। ...এমনকি এর প্রধান মৌলিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছেন খোদ ডারউইনই। ...ফলে বর্তমান (বিংশ) শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ডারউইনের তত্ত্বের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে' *(বিবর্তন তত্ত্ব ৩-৪)*।

আধুনিক মতাদর্শের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে ১৯৬৬ সালের ১০ই আগস্ট প্রকাশিত Oklahama City Times পত্রিকা লিখেছে, Accidental

---

১. 'বিবর্তন তত্ত্ব' মুখবন্ধ, মূল : শেখ আব্দুল মাবুদ। ইংরেজী থেকে বঙ্গানুবাদ : শাহ হাবীবুর রহমান (প্রফেসর, অর্থনীতি)। সম্পাদনা : এ কে এম আজহারুল ইসলাম (প্রফেসর, পদার্থ বিদ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম প্রকাশ : ২০০০ সাল, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪)।

alteration in the mechanism of his heredity slowly by trial and error, made man better adapted his environment than of his rivals. That`s the accepted scientific view today, and scientists call this long, frequently bungling process 'evolution'.

'বংশগতির যান্ত্রিকতায় দুর্ঘটনাজনিত পরিবর্তন ধীরে ধীরে পরীক্ষা ও ভুলের মধ্য দিয়ে মানুষকে পরিবেশের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় অনেক উত্তম সামঞ্জস্যশীল বানিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে তাই হচ্ছে গৃহীত বৈজ্ঞানিক মত এবং বিজ্ঞানীরা এই দীর্ঘ ঘনঘন সংগঠিত ভণ্ডুল পদ্ধতিকে বলেন 'বিবর্তন' *(৪২)*।

ডারউইনের মত অনুসারে পরিবর্তনই হ'ল বিবর্তনের মূল উপাদান। পরিবর্তন না থাকলে বিবর্তনও থাকবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই পরিবর্তন দৈবচয়িত এবং অনির্দেশিত। তা শাবকের জন্য ক্ষতিকর, নিরপেক্ষ অথবা অনুকূলও হ'তে পারে। ...এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যোগ্যতমেরাই কেবল বেঁচে থাকে। আর এটাই 'প্রকৃতির নির্বাচন' হিসাবে অভিহিত *(বিবর্তন তত্ত্ব পৃ. ৩)*।... ১৯৩০ হ'তে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত মেণ্ডেলের 'জেনেটিক্সে'র সাথে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র সিনথেসিস সংঘটিত হয় এবং তথাকথিত Synthetic Theory বা বিবর্তনের নব্য ডারউইন তত্ত্ব তৈরী হয়' *(বিবর্তন তত্ত্ব পৃ. ৪)*। যা Neo-Darwinism বা 'নব্য ডারউইনবাদ' নামে খ্যাত হয়েছে *(৪২)*।

উদাহরণস্বরূপ, অতীতকালে আধুনিক জিরাফের পূর্ববংশ ছিল খাটো ঘাড় বিশিষ্ট। ওরা যখন বাঁচার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হ'ল, তখন ওরা গাছের উচ্চভাগে অবস্থিত পত্র-পল্লব সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নামল। কতগুলি জিরাফ আঙ্গিক পরিবর্তন লাভের দরুণ অন্যদের তুলনায় কিছুটা লম্বা ঘাড় লাভ করল। তারা গাছের উচ্চতর শাখার পাতাগুলি আহরণ করতে সক্ষম হ'ল। ফলে দীর্ঘ ঘাড়ওয়ালারা বেঁচে থাকল এবং বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পেল। যা এখনও অব্যাহত আছে *(৪২)*।

বিবর্তনবাদের জওয়াব

প্রশ্ন হ'ল জিরাফের ৮ ফুট দীর্ঘ ঘাড় যদি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর ফল হয়ে থাকে, আর তা যদি 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'-এর একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে, তাহ'লে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ঘাড় বিশিষ্ট ভেড়া সম্পর্কে কী বলবার আছে?...একটি

অপরটির তুলনায় যোগ্যতম হ'ল কি করে? একটি যোগ্যতম তার দীর্ঘ ঘাড়ের কারণে, অপরটি যোগ্যতম তার খাটো ঘাড়ের কারণে?

ভেড়া সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তার শিং সম্পর্কে কথা ওঠে। ক্লাসিক্যাল মত হ'ল, ওগুলি খামখেয়ালীভাবে বাড়তে থাকে। পরে ওগুলি যখন ভেড়ার জীবন-সংগ্রামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা প্রমাণ করল, প্রকৃতি শিং বিশিষ্ট জন্তু ও শিংহীন জন্তুগুলির মধ্যে বাছাই অভিযান শুরু করল। ফলে শিং বিশিষ্ট জন্তুকে বাঁচাল ও শিংহীনগুলি মরে গেল'। কিন্তু সত্যিই কি তা ঘটেছিল? এখনকার দুনিয়ায়ও তো শিংহীন ও শিংওয়ালা উভয় শ্রেণীর ভেড়া পাশাপাশি রয়েছে বিপুল সংখ্যায়। তাহ'লে ওদের মধ্যে যোগ্যতম হ'ল কোনগুলি? আর কোনগুলি যোগ্যতম নয়, যা ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে? *(৪৩-৪৪)*।

প্রশ্ন হ'ল প্রকৃতি কি বস্তু? সে কিভাবে বাছাই অভিযান শুরু করার ক্ষমতা ও নির্দেশনা পেল? আরও বলা যায়, জেব্রার গায়ের ডোরাগুলি এবং মানুষের আঙ্গুলের ছাপগুলি (Finger print) কারু সাথে কারু মিল নেই কেন? ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন এগুলিকে স্পষ্ট করেনি কেন? দেহে জ্বর কেন আসে? তাতে দেহ কেন ভেঙে পড়ে? আবার কিভাবে জ্বর চলে যায় ও দেহ সুস্থ হয়? বিবর্তনবাদীরা এর কোন সদুত্তর দিতে পারবেন কি?

Modern Science and the natural life-এর Science News Letter (1966)-তে বলা হয়েছে, 'যদি কেউ তোমাকে এসে বলে যে, একটি আকাশচুম্বী প্রাসাদ নিজে নিজেই গড়ে উঠেছে ইট-সিমেন্ট ও লোহা-লক্কড় দিয়ে এক শূন্যভূমির উপর; কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব হ'ল, কখন হ'ল, কোথায় হ'ল এবং কেনইবা হ'ল, আর সে পদ্ধতিটির কার্যকারিতার সময় তা কি রকম দেখাচ্ছিল তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে, তখন এই রূপান্তরকে কি তুমি বাস্তব সত্য এবং সঠিক বক্তব্য বলে স্বীকার করে নিতে রাযী হবে?' *(৩২-৩৩)*।

এই কারণেই বিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী W. Legros Clark স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'মানুষের চূড়ান্ত মৌল কি ছিল?... দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই প্রশ্নের যে উত্তর বর্তমানে দেয়া যেতে পারে তা পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল। যার বেশীর ভাগই অনুমান মাত্র' *(৩৩)*।

আদম সৃষ্টির কুরআনী বিবরণ :

মানব জাতির আদি পিতা আদমকে সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে ‘খলীফা’ অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি’। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহ্র বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল বাধ্যগতভাবে হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

অতঃপর আদমকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়ার সময় আল্লাহ তাদের বললেন, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَآ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- ‘আমরা বললাম, তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে কোন হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না’। ‘পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)*।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে পয়দা করেন *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৭০)*। অতঃপর তার শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ের জন্য সাথে সাথে ইবলীসকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করা ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই হ’ল শয়তানের একমাত্র কাজ। অন্যদিকে আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব সমূহ পাঠিয়ে মানুষকে সত্য

পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন *(বাক্বারাহ ২/২১৩)*। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[২] এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর 'ওয়ারিছ' হিসাবে[৩] আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন *(মায়েদাহ ৫/৬৭)*। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারী থাকবে।

ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[৪] শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সাবধান থাকে এবং সর্বদা আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে।

উল্লেখ্য যে, আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*। এভাবেই জগত সংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। যেমন তাঁর হুকুমে বিনা বাপে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে কেবল মায়ের মাধ্যমে' *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*।

নুযূলে কুরআনের যুগের ও বর্তমান যুগের নাস্তিক্যবাদ :

নুযূলে কুরআনের যুগে আরবদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের অস্তিত্ব ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَــآ إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ– 'আর তারা বলে, আমাদের এই পার্থিব জীবন ভিন্ন আর কিছু নেই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। কালের

---

২. হাকেম হা/৩০৩৯, ২/২৬২, ২৮৮; আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা' অনুচ্ছেদ; ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

৩. তিরমিযী হা/২৬৮২; আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; মিশকাত হা/২১২ 'ইল্ম' অধ্যায়।

৪. মুসলিম হা/২১৭৪; বুখারী হা/৩২৮১; মিশকাত হা/৬৮ 'ঈমান' অধ্যায় 'খটকা' অনুচ্ছেদ।

আবর্তনই আমাদেরকে ধ্বংস করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা স্রেফ ধারণা ভিত্তিক কথা বলে' *(জাছিয়াহ ৪৫/২৪)*। তারা বলত, مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ؟ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَّمَا نَحْـــنُ بِمُسْـــتَيْقِنِينَ– 'আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি? আমরা স্রেফ ধারণা করি মাত্র। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী নই' *(জাছিয়াহ ৪৫/৩২)*। এ যুগের ডারউইনবাদে তাই নতুনত্ব কিছুই নেই। বরং প্রাচীন যুগের কুফরী দর্শনের নব্য সংস্করণ মাত্র। এরা আল্লাহ্‌র হেদায়াতকে অস্বীকার করার কারণে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

সে যুগের নাস্তিকরা স্রেফ নাস্তিক ছিল। কিন্তু এ যুগের নাস্তিকরা আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে নিজেদেরকে বানরের উত্তরসুরী বলে দাবী করে। সে যুগের নাস্তিকরা নিজেদেরকে মানুষ মনে করত এবং তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল। কিন্তু এ যুগের নাস্তিকরা নিজেদেরকে পশুর বংশধর মনে করে এবং সর্বদা পশুর ন্যায় আগ্রাসী থাকে। সে যুগের নাস্তিকরা নিজেদের পক্ষে কোন যুক্তি দিতে পারত না। কিন্তু এ যুগের নাস্তিকরা অলীক ও ভিত্তিহীন বিষয়গুলিকে বিজ্ঞানের নামে মানুষকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। ফলে নুযূলে কুরআনের যুগের নাস্তিকরা ছিল কেবলই নাস্তিক। কিন্তু এ যুগের শিক্ষিত নাস্তিকরা হ'ল ভান সর্বস্ব 'কপট নাস্তিক'।

বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি সমূহ

সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শ সম্পর্কে আপত্তি ওঠে। ১৯৬৪ সালে Biology for Today নামের বইটি এ বিষয়ে স্পষ্ট করে তোলে। যেখানে বলা হয়, 'ডারউইনের এ মতাদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানী আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আপত্তি সমূহের মধ্যে নীচের দু'টি উল্লেখযোগ্য :

(১) এ মতটি বংশানুক্রমিকতা সংক্রান্ত জানা সব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করছে না। যেমন কোন কোন পরিবর্তন কোন বংশানুক্রমিক ধারায় সংক্রমিত হ'ল, আর কোন কোন পরিবর্তন তা হ'ল না বা হ'তে পারল না, এই প্রশ্নের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এ মতটিতে নেই। কিছু পরিবর্তন এতই নগণ্য, সামান্য ও অনুল্লেখ্য (Trivial) যে, তা সম্ভবতঃ জীবন সংগ্রামে একটা দেহকে কোনরূপ সাহায্য করতে সক্ষম নয়।

(২) সামান্য নগণ্য পরিবর্তন সমূহের ক্রমশ একত্র সমাবেশ হওয়ার ফলে অধিকতর জটিল কাঠামো কেমন করে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে, যেমনটি উচ্চতর প্রাণীদেহে (higher organism) পরিদৃষ্ট হয়। ডারউইনের মতবাদ একথারও কোন ব্যাখ্যা দেয় না (Sayles B. Clark and J. Arbert Muold 1964 P. 321. *(৩৯)*।

এভাবেই ডারউইনের মতাদর্শ (যেমন তিনি উপস্থাপিত করেছেন) ভ্রান্ত ও ত্রুটিযুক্ত (Faulty) প্রমাণিত হয়েছে এবং এর অনেকগুলি দিকই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে *(৩৯)*।

মেণ্ডেলের জেনেটিক্স :

ডারউইনের 'প্রজাতির উৎস' (Origin of Species) বই প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রেগর মেণ্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) একটি অখ্যাত পত্রিকায় ১৮৬৬ সালে প্রজনন শাস্ত্র Genetics বা জীবনের বংশানুক্রমিকতা বিষয়ে স্বীয় গবেষণা প্রকাশ করেন। যা ৩০ বছর পর্যন্ত গোপন ছিল। তাতে ডারউইনের চিন্তাধারার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়। Gregor Johann Mendel আধুনিক প্রজনন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা (The founder of the modern science of genetics) হিসাবে পরিচিত। তার বইয়ের নাম ছিল, The Laws of Genetics (1866).

প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী Jean Rostand তাঁর The origin book of Evolution (1961, p. 70) বইয়ে লিখেছেন, 'নব্য ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism) দাবী করছে যে, ক্রমবিকাশবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে, তা কি বাস্তবিকই সত্য? ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করি না। অন্যদের কথা বাদ দিয়ে আমি নিজে নব্য-ডারউইনবাদ সম্পর্কে কয়েকটি অতি সাধারণ (Banal) প্রশ্ন অবশ্যই তুলব' *(৪৮)*।

অতঃপর তিনি বলেন, বিবর্তন তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মেরুদণ্ডহীন জীব মেরুদণ্ড সম্পন্ন জীবে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব নয়। হাত-পা সম্পন্ন জীব থেকে সরীসৃপ গড়ে উঠতে এবং সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীব সৃষ্টি হওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়'...*(৪৫)*।

বিবর্তনবাদের ৬টি ভিত্তি :

চার্লস ডারউইন উপস্থাপিত বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছয়টি।-

(১) জীবজগতে সন্তান প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির গতি এত তীব্রভাবে চলে যে, সে সবের বংশের বিরাট অংশ ক্রমাগতভাবে ধ্বংস না হ'তে থাকলে তাদের সংখ্যা অগণিত মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া অবধারিত।

(২) বসবাস উপযোগী স্থানের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা এবং খাদ্য পরিমাণের অপর্যাপ্ততার ফলে জীবন সংগ্রামের কার্যক্রমই যোগ্যতমের উদ্বর্তনের (Survival of the Fittest) অন্তর্নিহিত কারণ।

(৩) একই প্রজাতির জীবের ব্যক্তিসত্তার দেহ সংগঠনে সামান্য তারতম্য ও পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। এ পরিবর্তন ও পার্থক্য প্রায়ই বংশানুক্রমিক হয়ে থাকে।

(৪) পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন সংগ্রামের অব্যাহত ও ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে হালকা ধরনের পরিবর্তনের উদ্ভব হয়, তা জীববংশের স্থিতি ও দৃঢ়তার নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। পরিবর্তনের ক্রমাগত সমন্বয়ই বেঁচে থাকা বংশগুলিতে বিবর্তন কার্যক্রমের সক্রিয়তার কারণ হয়ে থাকে।

(৫) ক্রমবিবর্তনশীল স্তর ও পর্যায়সমূহ অতিক্রম করার এই কার্যক্রম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহত ধারায় কার্যকর হয়ে থাকে।

(৬) জীব-জন্তু এবং প্রজাতি ও জাতি সমূহের অধিকাংশ একটি প্রজাতি অপর একটি প্রজাতির ক্রমবিবর্তিত আকার-আকৃতি বলে স্পষ্ট মনে হয়। যা প্রমাণ করে যে, মানুষ 'বানর-উল্লুকের' ক্রমবিকশিত ও বিবর্তিত রূপ। আর এ গোটা ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তনের ধারার প্রাথমিক স্তর কোন এককোষ (Life cell) সম্পন্ন জীবাণু হবে বলে ধারণা জন্মে' *(৪৬-৪৭)*।

এগুলিই হ'ল ক্রমবিকাশতত্ত্বের সারকথা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে যে, ডারউইনের এ তত্ত্ব বিশ্লেষণে একবিন্দু অভিনবত্ব নেই। তা থেকে এমন কোন নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা পূর্বে কারুর জানা ছিল না। ডারউইন ক্রমাগত কয়েক বছরের অবিশ্রান্ত অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার পর বিজ্ঞানের একটি সুষ্ঠু যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক তত্ত্ব হিসাবে তাঁর মতকে জনসমক্ষে পেশ করেছেন, তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব এতটুকুই। কেননা জীবনের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত চিন্তাধারা প্রাচীন গ্রীক দর্শনের একটি অংশ হিসেবে বর্ণিত ও বিধৃত হয়ে এসেছে বহুকাল আগে থেকেই। জীবনের বিভিন্ন আকার-আকৃতি (Forms of life) সহ বিশ্বলোকের

প্রত্যেকটি বস্তু পরিবর্তন ও বিবর্তন লাভ করছে বলে গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস খৃ. পূ. ৫০০ বছর আগেই মত প্রকাশ করেছিলেন *(৪৭)*।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কার যে, ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব স্রেফ একটি ধারণা মাত্র। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন-এর সপক্ষে ডারউইন কোন অকাট্য যুক্তি বা ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। বরং এগুলি সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন,

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ، ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ-

'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন ব্যক্তি (আদম) হ'তে। অতঃপর তার থেকে তার জোড়া ('হাওয়া') সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট প্রকার গবাদিপশু। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে একটার পর একটা সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনিই আল্লাহ। তিনি তোমাদের পালনকর্তা। তারই জন্য সকল রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?' *(যুমার ৩৯/৬)*।

আলোচ্য আয়াতে মানব সৃষ্টির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে মাটি থেকে আদমকে সৃষ্টি, অতঃপর সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন।[৫] মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়ায় আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ'ল 'হাওয়া' অর্থ জীবন্ত *(কুরতুবী, তাফসীর বাক্বারাহ ৩৪ আয়াত)*। আর সেকারণেই নারী জাতি স্বভাবগতভাবে পুরুষের অনুগামী এবং পুরুষ হ'ল কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৪/৩৪)*।

অতঃপর তাদের খাদ্যের জন্য আট প্রকার হালাল পশু সৃষ্টি করা হয়েছে। ভেড়ার নর ও মাদী, দুম্বা ও ছাগলের নর ও মাদী, উটের নর ও মাদী এবং গরুর নর ও মাদী *(আন'আম ৬/১৪৩-১৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْخَيْلَ

৫. নিসা ৪/১; বুখারী হা/৫১৮৬; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ– 'তোমাদের আরোহণ ও শোভা বর্ধনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন বহু কিছু যা তোমরা অবগত নও' *(নাহল ১৬/৮)*। এখানে তিনটি প্রাণীর কথা আল্লাহ বলেছেন, যারা একই জাতি ভুক্ত। অথচ হাযার হাযার বছর ধরে এরা একই প্রজাতির আছে, অন্য প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়নি।

একটি বৈজ্ঞানিক আয়াত :

আল্লাহ বলেন, وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ، إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ– 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। তাদের কেউ বুকে চলে। কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(নূর ২৪/৪৫)*।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, জীবজগতের সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল পানি। অতঃপর পানি থেকে মাটির সৃষ্টি। অতঃপর মাটি থেকে সবকিছু সৃষ্টি। অথচ একই উপাদানে সৃষ্ট এক একটি জীব এক এক ধরনের। কেউ বুকে ভর দিয়ে চলে। যেমন সাপ, মাছ ইত্যাদি। কেউ দু'পায়ে চলে। যেমন মানুষ। কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। যেমন গরু-ছাগল-মহিষ ইত্যাদি। কে এগুলিতে পার্থক্য ঘটায়, কে এগুলিতে পৃথক মেধা ও কর্ম ক্ষমতা দান করে। তন্মধ্যে দু'পায়ে চলা মানুষকে বিশেষ জ্ঞান ও নৈতিকতা দিয়ে কে তাকে শ্রেষ্ঠজীবে পরিণত করল, বিজ্ঞানের ছাত্ররা কি তা বের করার চেষ্টা করবে না? হ্যাঁ এক সময় তাকে নির্বাক বিস্ময়ে বলে উঠতে হবে, তিনি আর কেউ নন, তিনি 'আল্লাহ'। তিনিই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। অথচ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া সত্ত্বেও ডারউইনের মত জীববিজ্ঞানীরা আসল উৎস খুঁজে পাননি। আল্লাহ তাকে সেপথ দেখাননি। যদিও ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) 'কোটি কোটি বছর পূর্বে আবদ্ধ পানিতে অতি সরল এককোষী জীবকণা সৃষ্টি হয়েছিল' বলে অনুমান করেছেন। কতইনা ভাল হ'ত, যদি তিনি কুরআন পড়তেন। যার বিজ্ঞানপূর্ণ আয়াত সমূহ তার জন্মের দেড় হাযার বছর পূর্ব থেকে জগদ্বাসীকে সঠিক পথনির্দেশ দান করে আসছে।

আল্লাহ, মৃত্যু ও পরকালকে অস্বীকারকারী এযুগের অদ্বিতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং (১৯৪২-২০১৮ খৃ.)-এর ধারণা মতে 'মানুষের মৃত্যু হ'ল তার মস্তিষ্কের মৃত্যু'। যা একটি কম্পিউটারের মত। যখনই এর উপকরণ সমূহ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, তখনই এটি থেমে যায়। কম্পিউটার ভেঙ্গে গেলে যেমন তার স্বর্গ বা পরকাল বলে কিছুই থাকেনা, মানুষের অবস্থাও অনুরূপ। অতএব পরকালের ঘটনাবলী একটি 'রূপকথার গল্প' (Fairy story) মাত্র। তিনি ২০১১ সালে বলেছিলেন, আমরা চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন। কোন স্রষ্টা নেই। কেউ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনি। কেউ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে না। সম্ভবতঃ নেই কোন জান্নাত, নেই কোন পরকাল। তাই আমাদের মহাবিশ্বের মহান নকশার কদর করতে হবে। আমি এই জীবন পেয়ে কৃতজ্ঞ' *(আত-তাহরীক জুন'১৮, ২১/৯ সংখ্যা)*। হকিং কিন্তু বলেননি, তিনি তার জীবন কিভাবে পেলেন। তার মস্তিষ্কের কম্পিউটার কে সৃষ্টি করল ও কে থামিয়ে দিল বা ভেঙ্গে দিল। তার দেহটি ১৯৬২ সাল থেকে কেন নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল? সেসময় ২০ বছর বয়সের তরুণ হকিং-কে তার চিকিৎসকদের বেঁধে দেওয়া দু'বছরের জীবন পেরিয়ে পরবর্তী ৫৬ বছর বাঁচিয়ে রাখল কে? গত ১৪ই মার্চ'১৮ বুধবার মৃত্যুবরণকারী 'এযুগের আইনস্টাইন'[৬] খ্যাত স্টিফেন হকিং জীবিত থাকতে এসবের কোন উত্তর দিয়ে যাননি। তার ভক্তরাও দিতে পারেননি। পারবেনও না কোনদিন।

সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَنْزَلْنَآ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ– 'আমরা তো সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ অবতীর্ণ করেছি। বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন' *(নূর ২৪/৪৬)*। আর সৃষ্টির নিদর্শনসমূহের চমৎকারিত্বে কেউ খেই হারিয়ে নাস্তিক হয়ে যায়। কেউ উৎসের সন্ধান করে আল্লাহকে খুঁজে পান। আর এটাই হ'ল ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান লাভ। যা কেবল আল্লাহ্র রহমতেই সম্ভব হয়ে থাকে। যারা এই রহমত লাভ করেছে, তারাই ধন্য। তারাই ইহকালে ও পরকালে সফলকাম।

---

৬. আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫ খৃ.) স্পষ্টভাবেই বলে গিয়েছেন, Religion without science is blind and Science without religion is lame. 'বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান পঙ্গু' (Albert Einstein, Religion and Science, New York Times Magazine, November 9, 1930, pp 1-4.)। এ বিষয়ে আরও পাঠ করুন! 'হকিং-এর পরকাল তত্ত্ব' *(আত-তাহরীক, ১৪/৯ সংখ্যা, জুন ২০১১; লেখক প্রণীত 'দিগদর্শন' ২/১৬-১৯ পৃ.)*।

ক্রোমোজম :

জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষে (life cell) এক বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম বস্তু থাকে। তার নাম 'ক্রোমোজম' (Chromosome)। প্রত্যেক প্রজাতির জন্য 'ক্রোমোজম'-এর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন। মানব দেহের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া অর্থাৎ ৪৬টি ক্রোমোজম থাকে। আর এই ক্রোমোজমই হয় উত্তরাধিকারমূলক গুণের ধারক। এটাই হয় জীবন স্থিত রাখার নিয়ামক। গ্রেগর মেণ্ডেল-এর আবিষ্কার ও পরবর্তীকালের অধিক গবেষণায় একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে *(৫৩)*।

মায়ের গর্ভে লালিত ভ্রূণে তো খাদ্যপ্রাণকে রক্তে পরিণত করার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু একক ভ্রূণ-কোষ থেকেই অস্থি, মাংস, রক্ত, স্নায়ু ও বিভিন্ন প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদী কোষ সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়ে দৈহিক আকার-আকৃতির পূর্ণত্ব দান বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ কারণেই জনৈক বিজ্ঞানীর স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা, মানবদেহ তো একটা 'বিউটিফুল স্ট্রাকচার' (Beautiful structure)। মায়ের গর্ভের মধ্যে কে এই ড্রইং আর ডিজাইন, রক্ত-মাংসের এমন নিখুঁত ব্যালেন্স স্থির করে দিয়েছে? সেখানে কোন কারিগর আছে কি? (Is there any architect?). *(১৫৪)*। আমরা বলব, নিশ্চয়ই আছেন। আর তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'। যাকে চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায়না, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে দেখা যায়। বস্তুতঃ এটিই তাঁর অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধাপ হিসাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে বনমানুষ ও বানরের ক্রমবিকশিত ও উন্নত রূপ ধরে নেয়াই সমীচীন মনে হয়। আর এ গোটা ক্রমবিকাশ ধারার প্রাথমিক ধাপ এককোষ সমন্বিত জীবনের অধিকারী অণুবীক্ষণীমূলক সূক্ষ্মতম কীটই হবে, যা কখনো দুর্ঘটনাবশত অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে' *(৬০)*।

উপরের আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে যে, ক্রমবিকাশবাদের ধারণাটাই কল্পনা নির্ভর। এতে বিজ্ঞানের কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে কথিত বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।... সুতরাং আল্লাহ্‌র মহান সৃষ্টি এই মানুষকে বনমানুষ ও বানরের ন্যায় নিকৃষ্টতম জন্তুর বংশধর বলা স্রেফ বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

William Samson Beck (১৯২৩-২০০৩) তাঁর Modern Science and the Nature বইয়ে *(২২৪ পৃ.)* লিখেছেন, জীব-জন্তুর বংশে কোন কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের ভিত্তি। ডারউইন মেণ্ডেল-এর গবেষণা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাঁর গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পীসিজ' থেকে স্পষ্ট মনে হয়, উপার্জিত পরিবর্তন সমূহ বংশানুক্রমিক হবে, এ কল্পনাকে বাস্তব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ডারউইন দৈহিক পরিবর্তন সমূহকে খুব ভয়ে ভয়ে ও সংকোচের সাথে পেঁচানো পন্থায় পেশ করেছেন' *(৫৩)*।

ডারউইনের বইয়ের যেসব নতুন সংস্করণ এ যুগে প্রকাশিত হচ্ছে, তার কোন এক সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদকবৃন্দ নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন।-

১৮৫৯ সালে ডারউইনের বই প্রকাশের পর ১০ বছরের মধ্যেই (১৮৬৬ সালে) গ্রেগর মেণ্ডেলের ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আর একথা সত্য যে, ডারউইনের যুগে আঙ্গিক পরিবর্তনের বংশানুক্রমিক সংক্রমণ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারা যায়নি। এখন মানুষ চিন্তা করে যে, ডারউইন যদি মেণ্ডেলের প্রবন্ধ পাঠ করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁর অবস্থা কি দাঁড়াত? বর্তমানে আমরা মেণ্ডেল প্রদর্শিত চিন্তার নবতর পদ্ধতিতে জানতে পেরেছি যে, বংশানুক্রমিক বস্তুর বিশেষ একক (Unit) জিন যেমন নির্দিষ্ট, তেমনি মিশ্রণ অযোগ্য। অর্থাৎ এক প্রজাতির জিন অন্য প্রজাতির জিন-এ রূপান্তরিত বা সংক্রমিত হ'তে পারে না। তা বংশানুক্রমিক সংক্রমণে মূলতঃ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে বন্দী।... এসব এককে পরিবর্তন অর্থাৎ জিন-এ পরিবর্তন সমূহ সব সময় আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে। হয়ে থাকে কোষ সমূহের উপরিভাগে এবং পরিবর্তন কার্যক্রম ক্রমবিকাশ মূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফিরে আসতে পারে না। এ বংশানুক্রমিক পরিবর্তন সমূহের কার্যক্রমে বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, তা অসংবদ্ধ, পরস্পর সংযোগহীন এবং আকস্মিক। অধিকন্তু এসবের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপও আকস্মিক দুর্ঘটনামূলক। তাদের গতি ও লক্ষ্যও অনির্দিষ্ট। এভাবে যে জীবের মধ্যে এসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তার স্বভাবগত চাহিদার সাথে এসব পরিবর্তনের কোন সংযোগ আছে বলে কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না' (The Origin of Species. Introduction; p. 17. *(৬১)*।

হাক্সলে (Huxley)-এর ভুল স্বীকার :

টমাস হেনরী হাক্সলে (১৮২৫-১৮৯৫) ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) মতাদর্শের একজন শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন এবং তাঁর প্রতি ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয় সম্পন্ন। জৈব রসায়নে যান্ত্রিক মতবাদটিকে তিনি খুব সুন্দরভাবেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হাক্সলেই শেষ পর্যন্ত স্বীয় পূর্বকালীন যাবতীয় প্রচার ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতিবাদ করেছেন এবং মানব জাতিকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তিনি সারা জীবন ধরে যেসব মতবাদ প্রবলভাবে ব্যাপক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে প্রচার করেছেন, সে সবকে তারা যেন প্রত্যাখ্যান করে দেয়' *(৬২)*।

মনে হয়, মানুষের বাস্তব জীবনের উপর যান্ত্রিক জৈব মতবাদের কি রকম মারাত্মক প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা হাক্সলে নিজেই যখন গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে দেখেছেন, তখন এসব মতবাদের প্রতি তাঁর মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল' (Modern Science and the Nature of life P. 144)।

বিবর্তনবাদের অসারতা :

বিবর্তনবাদের অনুসারীরা বলে থাকেন, নির্জীব-নিষ্প্রাণ বস্তু (Inanimate matter) থেকেই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম জীবনের উদ্ভব ঘটেছে। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই মৌল রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, পৃথিবীর বুকে অবস্থিত মৌলিক পদার্থ সমূহে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশবাদের কোন প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় কি? যেমন Atom বা অণু সাধারণত স্থিতিশীল (Stable)। কোন ক্ষেত্রে তা অবক্ষয়মাণ হ'লেও সে অবস্থায় স্থিতি থাকে মাত্র অতক্ষণ, যতক্ষণ তা কোন স্থিতিশীল উপাদানে পরিণত হয়। যখনই তা হয়ে যায়, তখন তা আর অবক্ষয়মাণ থাকে না *(৬৪)*।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি পাত্রের মধ্যে লোহা, কাঁচ, রবার ও মোটরযান নির্মাণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ রেখে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হৌক এবং পাত্রটি হাযার বার ঘোরানো হৌক। অতঃপর যখন তার মুখ খোলা হবে, তখন সেসব সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ মিলে আপনা-আপনি একটি পূর্ণাঙ্গ মোটরযান তৈরী হয়ে যাবে, এমনটা দেখা যাবে কি? *(৬৫)*।

রেলগাড়ীর বগি চলতে পারে না, যতক্ষণ না একটি শক্তিশালী ইঞ্জিন তাকে টেনে নিয়ে যায়। একইভাবে কোন নিষ্প্রাণ-নির্জীব পদার্থ নিজেই গতিশক্তি ও

জীবন শুরু করতে পারে না, যতক্ষণ না কোন উচ্চতর বহিঃশক্তি সেজন্য কাজ করে। এ বিষয়েই তো আল্লাহ বলেন, اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ- 'যিনি সকল বস্তু সুন্দর রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটি হ'তে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন' *(৭)*। 'অতঃপর তিনি তার (আদমের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে' *(৮)*। 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন ও তাতে রূহ ফুঁকে দেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়সমূহ। কিন্তু তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক' *(সাজদাহ ৩২/৭-৯)*।

মাটি বা তুচ্ছ পানির তথা শুক্রাণুর কোন জীবন নেই। তাদের কোনকিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশেই এসব নির্জীব পদার্থ থেকে জীবনের উন্মেষ ঘটে। আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনা ব্যতীত নির্জীব বস্তু থেকে জীবন উদ্গমের কোন উত্তর কেউ দিতে পারবেন কি? আল্লাহ বলেন, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ — 'তিনি জীবিতকে মৃত থেকে ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন এবং মৃত যমীনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। আর এভাবে তোমরাও পুনরুত্থিত হবে' *(রূম ৩০/১৯)*।

জীবন এল কোত্থেকে?

ইটালীয় চিকিৎসাবিদ ফ্রান্সিস্কো রেডী (Francesco Redi) ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর সীমিত পরীক্ষা কার্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, কীট-পতঙ্গের শূক বা লার্ভা (larva) তাদের জীবন্ত বাপ-মা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। নিষ্প্রাণ কোন বস্তু থেকে নয় *(৭২)*।

Encyclopaedia Americana-তে বলা হয়েছে, From the Greek words bios, life and genesis, birth, source, creation, is the biological term for the doctrine that living organisms are produced only by other living organisms, ... biologists are now not only in virtually unanimous agreement that all life

derives from preceding life, but that the parent organism and its offspring are of the same kind. (1956. vol 3. p. 721)

'গ্রীক শব্দ bios, life and genesis, birth, source, creation প্রভৃতি জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরিভাষা। এগুলি এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে যে, জীবদেহ কেবলমাত্র অপর জীবদেহ থেকেই উৎপাদিত হয়।... বর্তমানে জীব বিজ্ঞানীরা কেবল নীতিগতভাবে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন যে, সমস্ত জীবন পূর্ববর্তী জীবন থেকেই উদ্ভূত এবং তাদের বংশধররাও একই প্রজাতির' *(৭৩)*।

B. B. Vance এবং D. F. Miller তাঁদের Biology for you বইয়ে বলেছেন, All of the forms of plants and animals that we have studied in biology produce their young from their own bodies and in no other way. (1964, p. 468). 'জীব বিজ্ঞানে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের যত আকৃতিরই অধ্যয়ন করেছি, সেগুলির সবই নিজ নিজ দেহ থেকেই তাদের সন্তান উৎপাদন করে, অন্য কোন উপায়ে নয়' *(৭৩)*।

কোষের বিবর্তন :

শুরুতে একক কোষ যখন কার্যকর ছিল, তখন কি করে সেটি অধিকতর জটিল জীবন পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করল? তাদের মধ্যে কতিপয় সত্তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রমবিকাশ লাভ করল, আর বাকীগুলি করল না, একথার কি বিশ্লেষণ হ'তে পারে? উদাহরণ স্বরূপ মাকড়সা, যাকে 'সরলতর সৃষ্টি' বলে মনে করা হয়। অথচ তার পায়ের বুনট স্বয়ং মাকড়সার জীবনের চাইতে অনেক গুণ বেশী জটিল ও বিস্ময়কর *(৭৪-৭৫)*।

এই দুর্বল জীবটির সৃষ্টি রহস্য ও তার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আল্লাহ মাকড়সার নামে পবিত্র কুরআনে একটি সূরার নামকরণ করেছেন। যার মধ্যে তিনি কাফের ও মুশরিকদের সতর্ক করে বলেছেন, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَّإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ– 'যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। সে (নিজের নিরাপত্তার জন্য) ঘর তৈরী

করে। অথচ ঘর সমূহের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানত (যে অন্য কেউ তাদের কোন উপকার করতে পারে না)' *(আনকাবূত ২৯/৪১)*। অতএব আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা না মেনে যারা অন্যকে সৃষ্টিকর্তা মনে করে, তাদের কল্পনার ফানুস মাকড়সার ঘরের মতই নিরাপত্তাহীন। যা সর্বদা ধ্বসে পড়ে।

অতঃপর চক্ষু, যাকে কর্ণিয়া, চোখের মণি, রেটিনা, পেশী ইত্যাদি নিয়ে দেহের সবচাইতে জটিল অঙ্গ বলে মনে করা হয়; এগুলি যদি ক্রমবিকাশের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহ'লে এমন এক সময় আসবে, যখন হয়তো চোখের ব্যবহারই থাকবে না। যা ভয়ানক অসুবিধার কারণ হয়ে দেখা দিবে। স্বয়ং ডারউইন বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, যদি মনে করা হয় যে, চক্ষুর সমস্ত অননুকরণীয় পরিকল্প প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে সম্ভব হয়েছে, তাহ'লে **I freely confess, absurd in the highest degree** 'আমি উন্মুক্তভাবে স্বীকার করছি যে, তা সর্বোচ্চ মাত্রায় অযৌক্তিক কথা' *(Charles Darwin, The Origin of Species 'About The Eye'). (৭৫)*।

চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয়ের অনন্য অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– 'যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয় তোমার কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। বিশেষ করে চোখের গুরুত্ব বর্ণনা করে হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ، أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তির দুই চক্ষু আমি নিয়ে গেছি, তাকে তার পরিবর্তে আমি জান্নাত দান করব'।[৭]

অতএব স্বীকার করতেই হবে যে, কোন একক কোষের ক্রমবিকাশ নয়, বরং সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব থেকে নতুন নতুন কোষ ও নতুন নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে এনেছেন এককভাবে স্বয়ং আল্লাহ। যার কোন শরীক নেই। আর এখানে নাস্তিক্যবাদের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ– 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন;

---

৭. বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান হা/৫৭৫১; মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭।

তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(হাদীদ ৫৭/৩)*। তিনি বলেন, 'তুমি (মুশরিকদের) বলে দাও যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে উপাস্য ধারণা করতে তাদের ডাক। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুরও মালিক নয়। এসবের মালিকানায় তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্র সাহায্যকারী নয়' *(সাবা ৩৪/২২)*।

নিউটন ও তার বন্ধু :

নিউটন একদিন তাঁর অধ্যয়ন কক্ষে পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলেন। তখন সেখানে টেবিলের উপর তাঁর তৈরী যন্ত্রটি রাখা ছিল। এ সময় তাঁর নাস্তিক বন্ধু কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন। যিনি নিজেও একজন বিজ্ঞানী ছিলেন বলে নিউটনের সামনে কি রাখা আছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলেন। সেটির কাছে গিয়ে তিনি ধীরভাবে খাঁজগুলি ঘুরিয়ে দিলেন এবং অপ্রচ্ছন্ন বিস্ময়বোধ নিয়ে দেখতে পেলেন যে, আকাশমার্গীয় অবয়বগুলি সমস্তই ওদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আপেক্ষিক গতিবেগে চলতে শুরু করে দিয়েছে। এটা দেখে তিনি কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, My! What an exquisite thing this is! Who made it ? 'আরে! এটা কি নিখুঁত সুন্দর জিনিস! কে বানাল এটা?' নিউটন তাঁর বইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অবিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, Nobody 'কেউ না'। একথা শোনা মাত্রই নিউটনের দিকে মুখ করে নাস্তিক বিজ্ঞানী বলে উঠলেন, স্পষ্টত মনে হচ্ছে, তুমি আমার প্রশ্নটি বুঝতে পারনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই জিনিসটি বানাল কে?

এ সময় নিউটন উপরের দিকে চোখ তুলে শান্ত কণ্ঠে তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, 'না, ওটিকে কেউই বানায়নি। তবে বস্তুর সংযোজন এতই বিস্ময়কর যে, তারই ফলে এটি গড়ে উঠেছে'। একথা শুনে বিস্মিত নাস্তিক তীব্র ভাষায় বলে উঠলেন, 'তুমি আমাকে বোকা মনে করেছ নিশ্চয়? অবশ্যই কেউ না কেউ এটা বানিয়েছে। সে একটি মস্ত বড় প্রতিভা, তাতে সন্দেহ নেই। তাই তো আমি জানতে চাচ্ছি, লোকটা কে?'

নিউটন তখন বইটি একপাশে রেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এটা একটি ক্ষুদ্র অনুকরণ একটি অনেক বড় পদ্ধতির, যার নিয়ম তুমি জান। আমি তোমাকে বুঝাতে পারব না যে, এ খেলনাটা কোন পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতা ছাড়াই হয়েছে'।...

নিউটন তাঁর বন্ধুকে এ বিষয়ে প্রত্যয়শীল বানিয়েছিলেন যে, নির্মাণ যে ধরনেরই হোক, তার একজন নির্মাতা একান্তই অপরিহার্য। আমরা যদি কেবল আমাদেরই নিজস্ব জীবনধারা লক্ষ্য করি, তাহ'লে বার বার সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হব। তুমি যখন তোমার কক্ষে উপবিষ্ট থাক, তখন চিন্তা কর, তার কতটা ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে, আর কতটা তার এক ধীশক্তি সম্পন্ন নির্মাতার দ্বারা নির্মিত হয়েছে। তোমার বাতি, বিছানা, চেয়ার-টেবিল, স্টোভ-কম্বল, প্রাচীর তোমার গোটা বিল্ডিং সম্পর্কে তোমার কি সিদ্ধান্ত? এসব কিছুরই একজন নির্মাতা অপরিহার্য। তোমার নিজের একজন গর্ভধারিণী মাতা ও জন্মদাতা পিতার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। তাহ'লে কোন সব যুক্তির ভিত্তিতে তুমি দাবী করতে পার যে, সমস্ত জীবন্ত বস্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং এসবের জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি' *(৭৮-৭৯)*।

আমরা বলি, অংক শাস্ত্রবিদের অতুলনীয় মেধা ছাড়াই অংক শাস্ত্রের জটিল ফর্মুলা তৈরী হয়েছে বলে কেউ দাবী করতে পারে কি? জাহায, উড়োজাহায এমনকি একটা ছোট্ট সূঁচ তৈরী করার জন্যেও একজন নির্মাতা প্রয়োজন হয়। অথচ সৃষ্টির সবচাইতে জটিল বস্তু হ'ল এটি জীবন্ত দেহ সত্তা। তার জন্য কি কোন নির্মাতা বা সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই? নিঃসন্দেহে তিনিই আল্লাহ। যার কোন শরীক নেই। আল্লাহ বলেন, ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيلٌ- لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ- 'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব তোমরা তার ইবাদত কর। তিনি সকল বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক'। 'কোন দৃষ্টি তাঁকে (দুনিয়াতে) বেষ্টন করতে পারে না। বরং তিনিই সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করেন। তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং ভিতর-বাহির সকল বিষয়ে বিজ্ঞ' *(আন'আম ৬/১০২-০৩)*।

জনৈক রসায়নবিদ স্বীয় অনুসন্ধানী লেখনীতে বলেন, The simplest man-made mechanism ruquires a planner and a maker, How a mechanism ten thousand times more involved and intricate

can be conceived of as self-constructed and self-developed is completely beyond me. (The Evidence of God in an Expanding Universe 1958)

'সহজতর মানবনির্মিত যন্ত্রব্যবস্থার জন্যেও একজন পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতার প্রয়োজন হয়। তাহ'লে ১০ সহস্র গুণ বেশী পেঁচানো ও জটিল যন্ত্র ব্যবস্থা এই মহাবিশ্ব স্বয়ংগঠিত এবং স্বয়ং উৎকর্ষপ্রাপ্ত বলে কি করে মনে করা যেতে পারে, তা আমার বোধগম্য নয়' *(৮০)*।

নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' (Principia) নামক গ্রন্থে লেখেন, This most beautiful system of the sun, planets and comets could only proceed from the councel and dominion of an intelligent and powerful being. The Universe is a clock which to be regulated every now and again by its creator. 'সূর্য, গ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতির অত্যন্ত সুন্দর পদ্ধতি কেবলমাত্র একজন বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী সত্তার একক কর্তৃত্বে এগিয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্ব একটি ঘড়ি। যা সর্বদা নিয়মিতভাবে চলতে পারে কেবলমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে' *(৮০)*। আল্লাহ বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا، فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ– 'যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ'লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ পবিত্র' *(আম্বিয়া ২১/২২)*।

ফসিলতত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ :

বিবর্তনবাদীরা তাদের নিজেদের স্বপক্ষে ফসিল তত্ত্ব পেশ করে থাকেন। যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ফসিল দ্বারা সত্যই কি ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদ প্রমাণ করা যায়?

উক্ত বিষয়ে ডারউইন নিজেই তাঁর The origin of species বইয়ে বলেন, Why, if species have descended from other species by fine gradations, do we not everywhere see innumerable transitional forms? Why is not all nature in confusion, instead of the species being as we see them, well defined?

‘প্রজাতি সমূহ যদি অপর প্রজাতি সমূহ থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় ক্রমোন্নতির মাধ্যমে, তাহ’লে কি আমরা যত্রতত্র অন্তর্বর্তীকালীন আকৃতি দেখতে পেতাম না? সমস্ত প্রকৃতি সংশয়পূর্ণ নয় কেন? তার পরিবর্তে প্রজাতি সমূহকে আমরা নির্ভুলভাবে বর্ণিত দেখছি কেন? *(৮৫)*।

Professor D. Arey Thompson তাঁর On Grouth and Form নামক বইয়ে লিখেছেন, Eighty years study of Darwinian evolution has not taught us how birds descend from reptiles, mammals from earlier quadrupeds, quadrupeds from fishes, or vertebrates from the invertebrate stock. the invertebrates themselves involve in the same difficulties ... the breach between vertebrate and invertebrate worm... is so wide that we cannot see across the intervening gaps at all... We cross boundary every time we pass from family to family, or group to group... A principle of discontinuity, then, is inherent in all our classifications... to seek for stepping stones accross the gaps between is to seek in vain for ever...

‘ডারউইনী বিবর্তনের ৮০ বছরকালীন অধ্যয়নও আমাদেরকে শেখাতে পারল না পাখি কি করে সরীসৃপের বংশধর হ’ল? স্তন্যপায়ী জীব বংশধর হ’ল প্রাথমিক কালের চতুষ্পদ জন্তু থেকে, চতুষ্পদ জন্তু হ’ল মাছ থেকে, বা মেরুদণ্ডী জীব অমেরুদণ্ডী কাণ্ড থেকে? অমেরুদণ্ডী জীব নিজেরাই একই অসুবিধার সম্মুখীন... মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডীর মধ্যকার ফাঁক...এত বিস্তীর্ণ যে মাঝখানের শূন্যতা অতিক্রম করার কোন উপায় আমরা পাই না।...প্রত্যেকটি সময় আমরা পরিবার থেকে পরিবার পর্যন্ত বা গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠী পর্যন্ত পরিক্রমা করে চলেছি।... ফলে সম্পর্কহীনতা ও অধারাবাহিকতা আমাদের সমস্ত শ্রেণী বিন্যাসে জন্মগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফাঁক অতিক্রম করার জন্য পা ফেলার ধাপের অন্বেষা সব সময়ের জন্যেই নিষ্ফল’ *(৮৭)*।...

Primates নামক জার্নালে বলা হয়েছে,

Unfortunately, the fossil record which would enable us to trace the emergence of the apes is still hopelessly incomplete. We do not know either when or where

distinctively apelike animals first began to divarge from monkey stock. (by Sarel Eimerl and irven De vore and the Editors Life (1965 P. 15)

‘দুর্ভাগ্যবশত ফসিল তথ্য যা আমাদেরকে বানরের আবির্ভাব আবিষ্কার করতে সক্ষম করবে, তা এখন পর্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে অসম্পূর্ণ। আমরা এতটুকুও জানি না যে, কখন কোথায় সুস্পষ্টভাবে বানর সদৃশ পশু সর্বপ্রথম বানর স্তর থেকে বিভিন্ন অবস্থিতির দিকে যাত্রা শুরু করল’ *(৮৯)*।

প্রশ্ন হ’ল, বানর সদৃশ মানুষের ঐসব অংকন ও আকার-আকৃতি কি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান সম্মত? কোন্ ফসিল কিভাবে দেখতে, কোন্টির চেহারার আকৃতি কিরূপ ছিল, চামড়া, চুল এবং গায়ের রং ইত্যাদি কি রকম ছিল তা কি ফসিল দেখে আন্দাজ করা চলে? *(১২৯)*।

একক জীবন বিধান

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে একটি বিধান বিরাজ করছে। কোন একটিও তা থেকে মুক্ত নয়। এ বিষয়ে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত Scientific American পত্রিকা লিখেছে, Living things are enormously divers in form, but form is remarkably constant within any given line of descent. Pigs remain pigs and oak trees generation after generation. (P. 32) ‘জীবন্ত জিনিসগুলি বিশালভাবে বিভিন্ন আকার-আকৃতির। কিন্তু আকার-আকৃতি সমূহ লক্ষণীয়ভাবে ধারাবাহিক যেকোন সময়ের বংশধরদের মধ্যে। শুকর শুকরই থাকছে, ওক গাছ ওক গাছই থাকছে বংশের পর বংশ ধরে’ *(৯২)*।

দো-আঁশলা বীজ

বহু যুগ বহু শত বছর পর্যন্ত দো-আঁশলা বীজের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু উত্তরকালে তা কিছুমাত্র উন্নয়ন লাভে সমর্থ হয়নি। এটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। কেননা এ বিশেষ চরিত্র উন্নয়নের সমস্ত কারণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও তা সব সময় বীজ হয়েই থেকেছে, অঙ্কুরিত হ’তে পারেনি। তা অন্য কোন উদ্ভিদে রূপান্তরিত হয়নি, করা সম্ভবপরও হয়নি। আজ পর্যন্ত যত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতাই অর্জিত হয়েছে, তা এর মৌল প্রজাতীয় সীমার মধ্যে

সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণী দো-আঁশলার ব্যাপারেও এ কথাই সত্য। তাদের পরিবর্তন সাধনের অশেষ চেষ্টা-যত্ন সব সময় ব্যর্থ ও নিরর্থক প্রমাণিত হ'তে বাধ্য। কেননা তা অনতিবিলম্বে বন্ধ্যা পর্যায়ে পৌঁছে যায় *(৯৫)*।

একটি বিড়াল ও একটি কুকুর একত্রিত হয়ে বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। কেননা ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতীয়। একটি ঘোড়া ও একটি গাধা দো-আঁশলা খচ্চর জন্মাতে পারে। কিন্তু খচ্চর বন্ধ্যা। তা তার 'জাতির' শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে *(৯৩)*।

ইংলিশ চড়ুই আমেরিকায় গিয়ে বৃহদাকার হয়ে কি প্রমাণ করেছে? প্রমাণ করেছে যে, নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধনের যোগ্যতা সদা বর্তমান। কিন্তু পরিবর্তন স্বীকার করেও সে চড়ুই সর্বাবস্থায় চড়ুইই থেকেছে, অন্য কিছু হয়ে যায়নি। খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতাকে ক্রমবিকাশ বলে অভিহিত করা হ'লে মারাত্মক ভুল করা হবে' *(৯৬)*। বর্তমান যুগে কিছু কিছু মানুষকে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদেহী ও স্থূলদেহী দেখা যাচ্ছে। আবার কাউকে একেবারে বেঁটে দেখা যায়। তার অর্থ এটা নয় যে, ওরা মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবে পরিণত হয়েছে।

ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড) তত্ত্ব

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) হ'ল একটি রাসায়নিক সংমিশ্রণ। যা দিয়ে জীন (Gene) তৈরী হয়। যা জীবন্ত বস্তুগুলোর মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিধান সর্বদা কার্যকর করে রাখে। বিজ্ঞান লেখক Rutherford Platt বলেছেন, 'তোমার ব্যক্তিগত DNA তোমার সমগ্র দেহসত্তায় প্রায় ৬০ হাযার বিলিয়ন কণিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। এটাই হ'ল একটি পূর্ণবয়স্ক মানবদেহের জীবন্ত কোষের গড় সংখ্যা *(১১০)*... এরাই কুকুরকে শূকর থেকে, পাখিকে বৃক্ষ থেকে এবং হাতিকে মশা থেকে পৃথক করে রাখে' *(১১১)*। বিস্ময় উদ্রেককারী DNA বিভিন্ন প্রাণীর মৌল প্রজাতীয় সীমার মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে। যা ওদের পরস্পরের মধ্যে একটা বিশাল দুর্লংঘ্য ব্যবধান রচনা করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালে ডিএনএর কাঠামো আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬১ সালে ভাঙ্গা হয় জেনেটিক কোড। এ দুইয়ের কারণে বিবর্তনবাদের সমস্যা 'ধারাবাহিক দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে' *(বিবর্তন তত্ত্ব পৃ. ৪)*।

দুর্লংঘ্য ব্যবধান

মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য এরূপ অন্য কোন ক্ষেত্রে নেই। বিশেষ করে মানস শক্তি (Mental abillity)-র ক্ষেত্রে এ ব্যবধান কল্পনাতীত এবং দুর্লংঘ্য *(১১১)*। পৃথিবীর বুকে অবস্থানরত প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই এমন সৃষ্টি, যারা স্বীয় জ্ঞানকে ক্রমাগতভাবে অধিক উন্নত ও ক্রমবিকশিত করে তুলতে সক্ষম। যা অন্যান্য প্রাণী খুব সামান্যই করতে পারে। তারা তাদের নির্দিষ্ট সীমাকে কখনোই অতিক্রম করতে পারে না।

শিম্পাঞ্জীদের বা বানর পরিবারের অপর কোন সদস্যকে সুশিক্ষিত করে তুলবার সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'তে বাধ্য। কোন নতুন জ্ঞান শিখবার ব্যাপারে ওদের যোগ্যতা অল্পতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ওদের স্বাভাবিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে ওরা কোনদিনই উঠতে পারে না। কেননা ওদের DNA ওদেরকে তার বেশী করতে দেয় না' *(১১২)*। আল্লাহ বলেন, اَلَّـــذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَـــدَى– 'যিনি প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তার উপযোগী হেদায়াত প্রদান করেছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*। এজন্যেই পশু-পক্ষী প্রত্যেকে আল্লাহ প্রদত্ত বোধশক্তি অনুযায়ী চলাফেরা করে। আদৌ সীমালংঘন করে না।

বস্তুতঃ মানুষ আর পশুর মাঝে এক অনতিক্রম্য বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। (ডারউইনীয় ধরণের) ক্রমবিকাশ যদি সত্যই হ'ত, তাহ'লে এ দু'য়ের মাঝে এরূপ ব্যবধান ছিল অকল্পনীয়।

বানর সদৃশ মানুষই কি আমাদের পূর্ব পুরুষ?

১৯৬৫ সালের ২৯শে মে প্রকাশিত Science News Letter এ সম্পর্কে বলেছে, 'বিবর্তনবাদীরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে দেখেছে লোমশ, লেজবিহীন এবং বর্তমান কালের দীর্ঘবাহু বানরের তুলনায় খানিকটা বড়। ওগুলির ছিল ঘূর্ণায়মান মুখাবয়বীয় মাংসপেশী, মানসিক উচ্চতা কিছুই নয়। ওরা দক্ষ আরোহী ছিল, জীবনের বেশীর ভাগ সময় তারা গাছেই অতিবাহিত করেছে। যমীনে ওরা আধাসোজা আকৃতিতে দাঁড়াতে পারত, তারা চার পায়ে ভয় দিয়ে হাঁটতে পারত, পায়ে দৌঁড়াতে পারত। এই আধা বন মানুষ বাহ্যত কথা বলতে পারত না' *(১১৬)*।

ক্রমবিকাশবাদীরা দাবী করেছেন যে, পশু ও মানুষের মধ্যম পর্যায় বা স্তর হ'ল 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ, যা অধুনালুপ্ত *(১১৫)*। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, বানরের ন্যায় একটা অনুন্নত প্রাণী কেন বেঁচে থাকবে এবং কল্পনায় ধরে নেওয়া সকল 'উন্নত' ও 'প্রাগৈতিহাসিক' মানুষ কেন বিলুপ্ত হয়ে যাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর তারা দেননি।

ভবিষ্যতের মানুষ :

আমাদের প্রশ্ন বানর কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে মানুষ হ'ল? যদি বলা হয়, এক সময় বানর-হনুমান সর্বদা গাছে থাকত। তাই চার হাত-পা ও লেজের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। পরবর্তীতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় এগুলির ব্যবহার কমে যায়। ফলে লেজ খসে পড়ে। এরপর হাতের ব্যবহার কমে যাওয়ায় তা ক্রমে সরু হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। এভাবে বানর থেকে আমরা মানুষ হয়েছি। একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তো ভবিষ্যৎ মানুষের ছবি ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) যেভাবে এঁকেছেন সেটাই সত্য হবে। আর তা হ'ল, মানুষের হাত-পায়ের ব্যবহার কমতে কমতে এক সময় সেগুলি দেহের চারটি ক্ষুদ্র অঙ্গ হিসাবে ঝুলতে থাকবে। চিন্তাশক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকায় মাথা বড় হয়ে যাবে। ফলে পুরা মানবদেহ একটি ফুটবলের আকার ধারণ করবে। অতঃপর তখন বেগুন গাছের নীচে হাট বসবে'। হ্যাঁ ক্রমবিকাশ তত্ত্ব সঠিক হ'লে সেটা হওয়াটা অপরিহার্য। অথচ বিগত হাযার বছরেও এমনটি দেখা যায়নি। অতএব এ তত্ত্ব অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

১৯৬৫ সালের Primates জার্নালে একথা বড় বড় শিরোনামে এসেছে, From Ape toward man 'বানর থেকে মানুষের দিকে'। সত্যি কথা, ফসিল এবং মানুষের ক্রমবিকাশ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পেশ করা আনুসংগিক প্রমাণাদি বিজ্ঞানের একটা মিথ্যা ছলনা মাত্র। নিছক আন্দাজ-অনুমান ও আজগুবি ধরনের জোর প্রয়োগের ভিত্তিতে এটাকে গড়ে তোলা হয়েছে *(১৩৩)*।

ক্রমবিকাশবাদীরা মানুষের ক্রমবিকাশ প্রমাণের উদ্দেশ্যে দাবী করেছেন যে, মানবদেহ অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্নসূচক। তাঁদের ভাষায় 'Vestigial organ'। তাঁরা বলেন, দেহের এককালে একটা ব্যবহার ছিল; কিন্তু বর্তমানে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ার অগ্রবর্তিতার কারণে তার কোন প্রয়োজন নেই। তারই শেষ পদচিহ্ন হ'ল এই মানব দেহ। কিন্তু Reader`s Digest পত্রিকায় ১৯৬৬ সালের

নভেম্বর সংখ্যায় The Useless Gland that Guards our Health শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে,

‘ঘাড়ের একেবারে নীচে, পাঁজর হাড়ের পিছনে অবস্থিত ফ্যাকাশে লাল-রূপালী বর্ণের সূক্ষ্ম বস্ত্রবৎ গ্রথিত কোষ সমূহের প্রকৃত কাজ যে কি, তা নিয়ে চিকিৎসাবিদরা অন্তত ২০০০ বছর ধরে রীতিমত দিশেহারা হয়ে আছেন। এটার নাম ‘থাইমাস গ্লাণ্ড’ (Thymus gland)। আধুনিক দেহতত্ত্ববিদরা এটাকে একটা অতিরিক্ত জিনিস মনে করেছেন, যেন ওটার কোন কাজ বা ব্যবহারই নেই। ওটা বুঝি অপ্রয়োজনীয়। অদৃশ্যপ্রায় প্রাণীর চিহ্ন-অঙ্গ, সূচনা পর্বে তার মূল উদ্দেশ্য বলে বাস্তবিকই কিছু থেকে থাকলেও বর্তমানে তা হারিয়ে ফেলেছে’... *(১৩৩-৩৪)*।

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, অপ্রয়োজনীয় হওয়া তো দূরের কথা ‘থাইমাস গ্লাণ্ড’ প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লালাগ্রন্থি। তা জটিল অনাক্রম্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে আমাদের রক্ষা করে’। একইভাবে তলপেটের ‘এপেণ্ডিক্স’ (Appendix) নামক স্বল্প দৈর্ঘ্যের নলাকার অঙ্গটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে অনেক চিকিৎসক ওটাকে কেটে ফেলার পরামর্শ দেন। অথচ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানবদেহের কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি করেননি *(আলে ইমরান ৩/১৯১)*।

বস্তুতঃ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য পশু থেকে মানুষে ক্রমবিকশিত হয়ে আসা প্রমাণ করে না। বরং মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য জীব ও প্রাণীকূল থেকে ভিন্নতর অস্তিত্ব ও উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হওয়ার কথাই অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। সে শুরুতে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি রয়েছে অপরিবর্তিতভাবে। কোন জন্তু বা প্রাণী-জীবন সোজাসুজি অতিক্রম করে আসেনি কোনদিনই। কেননা তার DNA এটা কখনো হ’তে দিতে পারে না। মানুষ তার সৃষ্টিগত প্রজাতীয় পরিমণ্ডলেই রয়ে গেছে। চিরকাল তাই ছিল এবং ভবিষ্যতেও চিরদিন তাইই থাকবে। এর ব্যতিক্রম কখনই ঘটবে না, ঘটতে পারে না’। আল্লাহ বলেন, فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَّلَنْ تَجِدَ لِسُــنَّتِ اللهِ تَحْــوِيلاً– ‘বস্তুতঃ তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি কখনো আল্লাহ্র রীতির কোন ব্যতিক্রম পাবে না’ *(ফাত্বির ৩৫/৪৩)*।

মানুষ নিজেই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী

পিতার শুক্রাণু যখন মায়ের ডিম্বাণুতে পৌঁছে, তখন অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে নব্য শিশুর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য আলপিনের অগ্রভাগের মত সূক্ষ্ম ডিম্বের মধ্যে স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এদু'টি কোষ যখন একত্রিত হয়, তখন সম্পূর্ণ নতুন একটা মানুষ সৃষ্টির জন্য জন্মগত DNA-এর মধ্যে পরিকল্পনা তৈরী করে নেওয়া হয়। আর এটা হয় মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে। এই জটিল দেহ ব্যবস্থার বিষয়ে ক্রমবিকাশবাদীরা সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে সক্ষম নন। ক্রমবিকাশবাদী Sir James Gray কথাটি অকপটে স্বীকার করে বলেন, 'গোটা প্রক্রিয়ায় মনে হয় এক আপেক্ষিক সরল পদ্ধতি থেকে গড়ে ওঠা সুসংবদ্ধ কাঠামোর উন্নয়ন। যা কিছুটা ইটের বাড়ী নির্মাণের প্রক্রিয়া সদৃশ। যেখানে কাঠ ও কাঁচ পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী সাজানো হয়'। তিনি বলেন, There seems to be some directive principle at work. 'মনে হবে সেখানে কতক চালিকা নীতি কাজ করছে' (Science today pp 25-26). *(১৩৫-৩৬)*। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِّنْ طِينٍ– ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ– ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ– 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি'। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্রবিন্দুরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি'। 'অতঃপর আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে। অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকর্তা!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا– 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত শুক্রবিন্দু হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন' *(দাহর ৭৬/২)*।

স্বামী ও স্ত্রীর সংমিশ্রিত বীর্যের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি হওয়ার এ তথ্য সর্বপ্রথম কুরআনই বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান এটি জানতে পেরেছে মাত্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হার্টিগ (Hartwig)-এর মাধ্যমে। অতঃপর ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী ভ্যান বোডেন এটা প্রমাণ করেন যে, সন্তান উৎপাদনে উভয়ের বীর্য সমানভাবে ভূমিকা রাখে। অতঃপর ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী মোরজন সন্তানের উত্তরাধিকার নির্ণয়ে ভ্রুণ সমূহের ভূমিকা প্রমাণ করেন যে, স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রী ডিম্বে প্রবেশ করেই এই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। অথচ এর পূর্বে এরিষ্টটলের মত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই'।[৮]

উল্লেখ্য যে, শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ'ল সকল বস্তুর মূল *(আম্বিয়া ২১/৩০)*। আর বীর্যের মূল হ'ল পানি।

মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমতঃ একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্তুত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিণ্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন *('আবাসা ৮০/১৮-২০)*। বাপ-মায়ের স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ! *সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম!!*

---

৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব (ঢাকা : ইফাবা ১ম প্রকাশ ২০০৩) ৪২১ পৃ.।

মানুষ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে কেন?

পাঁচটি কারণে মানুষ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে। (১) স্কুল জীবনের শুরু থেকেই এগুলি চূড়ান্ত সত্য বলে শিখানো হয়। (২) তাদের ধারণায় ধর্ম সৃষ্টি রহস্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। (৩) ধর্মীয় ব্যাখ্যা মেনে নিলে ধর্মের বিধি-বিধানও মানতে হবে- যা বিজ্ঞানীদের অনেকের পক্ষে চিন্তারও বাইরে। যেমন স্যার আর্থার কীথ বলেন, Evolution is unproved and unprovable. We believe it only, because the only alternative, is special creation and that is unthinkable. 'বিবর্তন অপ্রমাণিত এবং অপ্রমাণযোগ্য। তবু আমরা বিশ্বাস করি শুধু এজন্য যে, তা বিশ্বাস না করলে তার বিকল্প হিসাবে বিশেষ সৃষ্টিকর্মকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা অচিন্ত্যনীয়' *(১৪৪-১৪৫)*। অথচ এটি আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক আচরণ নয়। বরং তাদের উচিৎ ছিল সত্যকে মেনে নেওয়া।

(৪) প্রায় দেশে শাসন কর্তৃপক্ষ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মপ্রচারক ক্রমবিকাশবাদকে চূড়ান্ত সত্যরূপে প্রচার করে থাকেন।

(৫) এই মত গ্রহণের উপরেই বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন নির্ভর করে। সেকারণ শিক্ষার্থীরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একে সত্য বলে মেনে নেয়' *(১৪৭)*।

হাক্সলের কৈফিয়ত

বিবর্তনবাদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক হাক্সলে (১৮২৫-১৮৯৫) বিবর্তনবাদের পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দানে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আমরা নিষ্কৃতি চেয়েছিলাম বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে এবং বিশেষ ধরনের নৈতিকতা থেকে।... কেননা তা আমাদের যৌন স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল' *(১৪৬)*। অথচ বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব ছিল নিরাসক্তভাবে সত্যকে মেনে নেওয়া ও নৈতিক মূল্যবোধকে সমর্থন দেওয়া। কিন্তু তার বদলে মাদী বানরের ন্যায় মরা বাচ্চাকে জীবন্ত মনে করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ানো তাদের নিকট কারু কাম্য নয়। বস্তুতঃ মানুষকে বানরের বংশধর বানাতে পারলেই তাদের স্বাধীন যৌনাচার ও স্বেচ্ছাচারকে বৈধ করা সম্ভব হয়। অথচ প্রকৃত মানুষ কখনো নৈতিকতার বন্ধন ছিন্ন করতে পারে না।

Contents

কুরআনের পথনির্দেশ

আল্লাহ বলেন, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ؟ 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন?' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। তিনি বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- 'তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য খুবই সহজ। বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(রূম ৩০/২৭)*।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রকাশভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন মানবীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর সে অনুসন্ধান-অভিযানের ফলে যা কিছু লাভ করা গেছে, তা হ'ল এই যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিস্ময়কর তথ্য সমূহের প্রতি পদে পদে একজন মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান সৃষ্টিকর্তারই সন্ধান দেয়। আর নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিই সৃষ্টির সূচনার অকাট্য সাক্ষী।

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ ও বিবর্তনবাদ যখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক প্রজাতির ক্রোমোজম ও জিন (Gene) যখন পৃথক সাব্যস্ত হয়েছে, তখন নিঃসন্দেহে এটাও মেনে নিতে হবে যে, এসবের প্রাথমিক জীবন কোষ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই জীবন কোষ কোন 'দুর্ঘটনা' বশতঃ (accidentally) নয়, বরং সুপরিকল্পিতভাবে (Planned way) আল্লাহ্র কুদরতেই সৃষ্টি হয়েছে, অন্য কোনভাবে নয়। আল্লাহ বলেন, أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ- 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই। বিশ্বপালক আল্লাহ বরকতময়' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। তিনি বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ، 'তিনিই আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় কর্ম পরিচালনা করেন' *(সাজদাহ ৩২/৪)*। তিনি মানুষকে আল্লাহ্র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর গবেষণায় লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ– الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে'। 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*।

তিনটি বক্তব্য

জীবন পথের প্রতি পদে পদে আল্লাহ্র অস্তিত্বের সুস্পষ্ট নিদর্শন চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এক্ষণে বিশ্বলোকের অস্তিত্ব পর্যায়ে তিনটি বক্তব্য ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। (১) বিশ্বলোক কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে। (২) সে স্বয়ম্ভূ এবং নিজস্ব শক্তি বলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। (৩) কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ একে সৃষ্টি করেছেন। উক্ত তিনটি বক্তব্যের প্রথম দু'টির উত্তর নিঃসন্দেহে না বাচক। কেবল তৃতীয় সম্ভাবনাটাই নিশ্চিতভাবে হ্যাঁ বাচক *(১৫৬)*।

অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কুরআন বলেছে, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ– أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ– 'তারা কি কোন কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা?' 'নাকি তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং আসলেই তারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়' *(তূর ৫২/৩৫-৩৬)*। বরং ওরা স্রেফ কল্পনা বিলাসী ও প্রবৃত্তি পূজারী। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً؟ 'তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে? তুমি কি তার যিম্মাদার হবে?' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩)*। নাস্তিকরা

অনুমান দিয়ে কুরআনকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। অথচ অনুমান কখনো সত্যকে বাতিল করতে পারেনা।

বস্তুতঃ মানুষ বা প্রাণীজগতের যদি 'স্বয়ম্ভূ' হওয়ার যোগ্যতাই থাকত, তাহ'লে তার সর্ব প্রকারের অসহায়ত্ব, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে নিজেই ঘোচাতে পারত। নিজের সব রোগের প্রতিকার সে নিজেই করে নিত নিজের ক্ষমতা বলে। কিন্তু তা কি সে কখনো পেরেছে?

বিজ্ঞানীরা আজও দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি

জীব বিজ্ঞানীগণ মানবদেহের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আজও কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। (১) ভ্রূণের একক কোষ থেকে উৎপন্ন নতুন কোষ সমূহে বণ্টন কার্যক্রম কিভাবে সাধিত হয়। কোনটি হৃৎপিণ্ডের কোষের, কোনটি স্নায়বিক ও কোনটি রক্তকোষের কর্তব্য পালন শুরু করে। অতঃপর এভাবেই ভ্রূণটি একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু হয়ে গড়ে ওঠে। (২) দেহ ব্যবস্থার অভিন্নতা। পৃথিবীর সর্বত্র প্রাণীজগতের স্ব স্ব দেহ ব্যবস্থা অভিন্নভাবে গঠিত' *(১৫৯)*। আর সেকারণেই পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের রোগ আরোগ্যের জন্য একই ঔষধ কার্যকর হয়। যদি ভিন্ন ভিন্ন দেহের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকত, তাহ'লে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ ও পৃথক পৃথক চিকিৎসা প্রয়োজন হ'ত। যা ছিল নিতান্তই বিশৃংখল জীবন ব্যবস্থার নামান্তর। কোন চিকিৎসকের পক্ষেই তখন চিকিৎসা করা সম্ভব হ'ত না। কারণ চিকিৎসক নিজেই তখন হ'তেন একটি ভিন্ন রোগের অধিকারী। যা অন্যের দেহ থেকে পৃথক। অভিন্ন দেহ ব্যবস্থা আছে বলেই অভিন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। যা একজন অভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয়। আর তিনিই হ'লেন 'আল্লাহ'।

পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিষ্কৃত :

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার যতগুলো কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষই সর্বপ্রথম পৃথিবীর অন্য প্রজাতির প্রাণীদের অনুসন্ধান করতে শুরু করে। সেই অনুসন্ধান এখনো চলছে। মানুষ গহীন জঙ্গলে, পর্বতে, গুহায়, গভীর সমুদ্রে যেমন খুঁজছে প্রাণের সন্ধান, তেমনি খুঁজছে মহাশূন্যে। কিন্তু পৃথিবীতে ঠিক কত প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, সে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান যে কত

সামান্য সেটা বেরিয়ে এসেছে সাম্প্রতিক এক গবেষণায়। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের চমকে দেওয়ার মত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রাণীই এখনো অনাবিষ্কৃত! পৃথিবীতে আরও এক হাযার কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যার কথা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানেন না। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দেয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গবেষকরা বলেছেন, প্রাণী প্রজাতির সংখ্যা নির্ণয়ের এই পরীক্ষা চালানো হয়েছে জেনেটিক সিকুয়েন্সিং টুল বা জিনের ধারাবাহিকতা নির্ণয়ক যন্ত্র দিয়ে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে গবেষণার লেখক এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী জে লেনন এবং কেন লোসে অণু-পরমাণু পর্যায়ের ফাঙ্গাই থেকে শুরু করে বড় আকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি তালিকা তৈরি করেছেন। ঐ তালিকার মিশ্রণ থেকে স্কেলিং ল বা পরিমাপ আইন ব্যবহার করে তারা প্রাণী ও উদ্ভিদের মোট প্রজাতির সংখ্যা বের করেছেন। লেনন বলেছেন, 'জীবাণুদের মধ্যে যে কি পরিমাণ বৈচিত্র্য রয়েছে সেটা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না'। তারা আবিষ্কার করেছেন যে, এই পর্যন্ত যত জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে তার এক লাখ গুণ বেশী জীবাণু এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে হবে। তাই মহাবিশ্বের বিশালত্ব নিয়ে অতি বৃহৎ গবেষণা আর ক্ষুদ্র জীবাণুর অতি ক্ষুদ্রতা নিয়ে গবেষণা মূলতঃ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।[৯]

মানুষকে না হয় বানর থেকে সৃষ্ট বলে ডারউইনবাদীরা সুখের ঢেকুর তুলছেন। কিন্তু মশার বিবর্তন কিসের থেকে হ'ল, তার উত্তর কি? যে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া থামিয়ে দিয়েছিল চেঙ্গিস খানের (১১৬২-১২২৭ খৃ.) পশ্চিমমুখী লুণ্ঠন। যে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া জ্বরে ইতিমধ্যে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে এবং গত ২০১৮ সালে বিশ্বের সাড়ে ৮ লাখ মানুষ মারা গেছে। সম্প্রতি এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর রাজধানী ঢাকায় মহামারির রূপ ধারণ করেছিল। যে মশাকে 'মানব বিনাশকারী' ও 'ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূত' বলা হয়। অথচ এই ছোট্ট মশা সম্পর্কে কুরআন নাযিল হয়েছে *(বাক্বারাহ ২৬ আয়াত)*।

---

৯. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ই মে ২০১৬ পৃ. ৬; মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী), জুন ২০১৬, ১৯/৯ সংখ্যা।

যুক্তরাজ্যের লণ্ডনে অবস্থিত ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরের কিউরেটর এরিকা ম্যাকঅ্যালিস্টার আনুমানিক একটা হিসাব করেছেন। সে হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েক লাখ কোটি মশা-মাছি। অর্থাৎ বিশ্বে জনপ্রতি মশা-মাছির সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লাখের মতো। সংখ্যাটা এর বেশীও হ'তে পারে। এর অর্থ, আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ মশা-মাছি! এই পরিমাণ মশা-মাছি যদি দল বেঁধে প্রত্যেক মানুষের পেছনে লাগে, তাহ'লে কী অবস্থা হবে? *(দৈনিক প্রথম আলো ২৪শে নভেম্বর ২০১৭)*।

হঠকারী নাস্তিকদের উদ্দেশ্য করে তাই আল্লাহ বলেন,

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ- مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ-

'হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোন। আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, তারা কখনোই একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে এজন্যে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়ে শক্তিহীন (অর্থাৎ পূজারী ও দেবতা উভয়েই ব্যর্থ)'। 'তারা আল্লাহ্র যথার্থ মর্যাদা বুঝে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রান্ত' *(হজ্জ ২২/৭৩-৭৪)*।

ক্রমবিকাশবাদী ও বিবর্তনবাদীরা জবাব দিন, কেন মশাগুলো মাছি হয়না এবং কেন মাছিগুলো মশা হয়না। কেন মাছি কামড় দেয়না। আর কেন মশা কামড় দেয়। কেন সব কামড়ে মানুষ মরেনা। আবার বিশেষ বিশেষ মশার কামড় মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দেয়? এগুলির কোন জবাব মানুষের কাছে নেই। বিগত যুগের ফেরাউন আল্লাহকে অস্বীকার করায় এই অহংকারীকে দমন করার জন্য আল্লাহ উকুন, ব্যাঙ, পঙ্গপাল ইত্যাদি গযব পাঠিয়েছিলেন। এ যুগের নাস্তি কদেরকেও আল্লাহ নানাবিধ ভাইরাস ও গযব পাঠিয়ে দমন করছেন। ইতিমধ্যে ৩০ কোটি ভ্রূণ হত্যাকারী ও ১০ লক্ষাধিক উইঘুর মুসলমানদের উপরে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম নির্যাতনকারী এবং ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানকে

Contents

জন্মভূমি মিয়ানমার থেকে উৎখাত করার পিছনে মূল চক্রান্তকারী চীন সরকারকে দমন করার জন্য আল্লাহ 'করোনা ভাইরাস' প্রেরণ করেছেন *(ডিসেম্বর ২০১৯)*। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে, এই ভাইরাসে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ মানুষ আক্রান্ত হ'তে পারে।

অতএব হে কাফের-মুশরিক-নাস্তিকবৃন্দ! দ্রুত তওবা করে ফিরে এসো আল্লাহ্র পথে। নইলে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। এরপরেও তোমাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম প্রস্তুত হয়ে আছে। আল্লাহ আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন- আমীন!

আজও দু'টি বিষয় অনুদ্ঘাটিত

উপরের দু'টি বিষয় ছাড়াও আরও দু'টি বিষয় অনুদ্ঘাটিত রয়েছে। একক জীবকোষ থেকে বহু জীবকোষের সৃষ্টি ও সেগুলির কর্মবণ্টনের জটিল রহস্য, যা আজও অনুদ্ঘাটিত। অনুরূপভাবে রূহ-এর অস্তিত্ব আজও বিশ্লেষণ করা যায়নি। বস্তু, শক্তি ও রূহ-এর নিগূঢ় তত্ত্ব কি? অথচ মৃত্যুর পর কর্মফল সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর এর উপরেই নির্ভরশীল।

'বস্তু' প্রাণহীন, যা শক্তিহীন 'অণু' থেকে তৈরী। অথচ 'শক্তি'-র স্বরূপ দুর্বোধ্য। তবুও আগুনের দাহ, সূর্যের কিরণ, মেঘের গর্জন দেখে শক্তি (Energy)-র পরিচয় পাওয়া যায়। এই শক্তিকে বলা হয় Vital force। যেটি আল্লাহ প্রাণী দেহে রূহ ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে সঞ্চার করে থাকেন। যতক্ষণ দেহে রূহ থাকে, ততক্ষণ তাতে শক্তি থাকে। অতঃপর তিনি সেটি উঠিয়ে নেন। ফলে দেহের মৃত্যু ঘটে *(১৭৫)*।

প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হও, তবে (ভেবে দেখ) আমরা তোমাদেরকে (প্রথমে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি (অর্থাৎ আদমকে)। অতঃপর (পিতা-মাতার মিশ্রিত) শুক্র হ'তে; অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে; অতঃপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড হতে; তোমাদেরকে (আমার সৃষ্টিক্ষমতা) বুঝিয়ে দেবার জন্য। অতঃপর আমরা তা মাতৃগর্ভে রেখে দেই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যা আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর আমরা তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনি' *(হজ্জ ২২/৫)*।

অতঃপর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً– ‘আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে ‘রূহ’ সম্পর্কে। তুমি বলে দাও, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদের প্রতি সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে’ *(বনু ইস্রাঈল ১৫/৮৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ রূহকে رُوحِــي বা ‘আমার রূহ’ *(হিজর ১৫/২৯)* বলে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন এই মহাসৃষ্টির উচ্চ মর্যাদা বুঝানোর জন্য *(কুরতুবী, ক্বাসেমী)*।

হযরত ঈসার জন্মের জন্য মাতা মরিয়মের গর্ভে এ ‘রূহ’ই ফুঁকে দেওয়া হয়েছিল *(আম্বিয়া ২১/৯১; তাহরীম ৬৬/১২)*। আর রূহ থেকে সৃষ্ট বলেই খৃষ্টানরা ঈসাকে ‘আল্লাহ্র বেটা’ ধারণা করে পূজা করে থাকে *(তওবা ৯/৩০)*।

মানুষ দুর্বলতম সৃষ্টি

জীবজগতে মানুষ হ’ল দুর্বলতম সৃষ্টি। সেজন্য তাকে তার বংশ বৃদ্ধির জন্য পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের সমর্থন ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এর মাধ্যমে তাকে সমাজবদ্ধ হয়ে চলার শিক্ষা প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا– ‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*।

পিতা-মাতার অজ্ঞাতসারেই কোন এক মুহূর্তে পিতার শুক্রাণু মায়ের ডিম্বাণুতে স্থান গ্রহণ করে। অতঃপর তিনটি অন্ধকার পর্দার মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সে বাড়তে থাকে ও এক সময় পূর্ণ শিশুর রূপ পরিগ্রহ করে। পিতার শুক্রাণুটি x জাতের হ’লে তাতে কন্যা সন্তান হয়, আর y জাতের হ’লে তাতে পুত্রসন্তান হয়। অতঃপর এভাবেই আল্লাহ সৃষ্টিকুলের বংশ বৃদ্ধিতে ভারসাম্য রক্ষা করেন। যা কারু পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। আর এজন্যেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে –وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ‘আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান’ *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। অথচ এতে হস্তক্ষেপ করার কারণেই এখন কোন দেশে

Contents

কন্যা সংকট এবং কোন দেশে শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। তারা এতদিন জন্ম নিরোধ অথবা ভ্রূণ হত্যা করার পর এখন অধিক সন্তান দায়িনী মায়েদের জন্য সরকারীভাবে উৎসাহ ভাতা প্রদানের জন্য ঘোষণা দিচ্ছে।

কিছু মূর্খ পুরুষ রয়েছে, যারা অধিক কন্যা সন্তান হ'লে স্ত্রীকে তালাক দেয়। অথচ এজন্য সে নিজেই দায়ী, স্ত্রী নয়। বরং প্রকৃত অর্থে উভয়ের কেউ দায়ী নয়। এখানে স্রেফ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কার্যকর হয়। অতএব তাক্বদীরকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই সামাজিক শান্তি ও স্থিতি নির্ভর করে। যা ঈমানের ৬টি স্তম্ভের অন্যতম।

এজন্য হঠকারী মানুষকে ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنَى- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى- أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتَى؟ 'সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রাণু ছিল না?' *(৩৭)*। 'অতঃপর সে হ'ল রক্তপিণ্ড। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও বিন্যস্ত করলেন' *(৩৮)*। 'অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করলেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী' *(৩৯)*। 'তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/৩৭-৪০)*। এভাবে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্ট মানুষ সারা জীবন মাটি থেকে সৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করে অবশেষে মৃত্যুর পর মাটিতেই মিশে যাবে। আবার সেখান থেকেই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকে পুনর্জীবিত করবেন। যেমন তিনি বলেন,- مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى- 'মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর তা থেকেই আমরা তোমাদের পুনরুত্থান ঘটাব' *(ত্বোয়াহা ২০/৫৫)*।

একই মাটি ও পানি থেকে গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ ও জীবকুল সৃষ্টি হ'লেও প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য বিদ্যমান। যা লঙ্ঘন করা কারু পক্ষে সম্ভব নয়। গাছ থেকে গাছ হয়, ছাগলের জন্ম হয় না। আবার ছাগল থেকে ছাগলের জন্ম হয়, গাছের সৃষ্টি হয় না। মাছ থেকে মাছ হয়, ব্যাঙের জন্ম হয় না। আবার ব্যাঙ থেকে ব্যাঙাচি হয়, কুমীরের জন্ম হয় না।

বস্তুতঃ পরিবর্তন আর বিবর্তন এক নয়। মানুষ মানুষ হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষ হিসাবেই মৃত্যুবরণ করে। একই অবস্থা অন্যান্য প্রাণীর। অতএব মানুষ থেকে কেউ অন্য প্রাণী হয় না, বানর বা অন্য প্রাণী থেকেও কেউ মানুষ হয় না। এগুলি স্রেফ অবিশ্বাসীদের কষ্ট কল্পনা মাত্র। এর মধ্যে কোন বিজ্ঞান নেই, আছে কেবলই অজ্ঞদের বিজ্ঞ হওয়ার ভান। আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক্যবাদের শয়তানী চক্রান্ত থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

*****

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

'আমি বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)'।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)-

'তুমি বল! আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার' *(১)*। 'মানুষের অধিপতির' *(২)*। 'মানুষের উপাস্যের' *(৩)*। 'গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হ'তে' *(৪)*। 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তর সমূহে' *(৫)*। 'জ্বিনের মধ্য হ'তে ও মানুষের মধ্য হ'তে' *(সূরা নাস ১১৪/১-৬)*।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২৫০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১৫০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১২৫/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৫৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩৭০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (৩০/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২৫/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (৩৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (৩০/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৪৫/=)। **৫০.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (২৫০/=)। **৫২.** এক্সিডেন্ট (২০/=)। **৫৩.** বিবর্তনবাদ (২৫/=)। **৫৪.** ছিয়াম ও ক্বিয়াম (৬০/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৪৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান

Contents

(১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২০/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৪০/=)। ২. শিশুর ইংরেজী (৩০/=)। ৩ শিশুর গণিত (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (৩০/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (৫৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২০/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) -ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)। **১১.** আত্মসমালোচনা (৩০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২৫/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)। ৪. ইসলামের দৃষ্টিতে মুনাফাখোরী, মজুদদারী ও পণ্যে ভেজাল (৫০/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

অনুবাদক : মীযানুর রহমান ১. হাদীছ শরী'আতের স্বতন্ত্র দলীল অনু : (আরবী) -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (৪৫/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (৩০/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৬৫/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (তৃতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১১.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **১২.** সাধারণ জ্ঞান (দ্বিতীয় ভাগ) (৩০/=)। **১৩.** সাধারণ জ্ঞান (তৃতীয় ভাগ) (৪০/=)। **১৪.** সাধারণ জ্ঞান (চতুর্থ ভাগ) (৪০/=)। **১৫.** ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৬টি।